ভোরের কাগজ

৬৫৬

তারিখ ...AUG 21 1999... ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

শিক্ষক সমাজের অবক্ষয়, দুর্নীতি

শিক্ষক সমাজের মধ্যে অবক্ষয় নিয়ে আজকাল সবার মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। গত ৮ জুলাই '৯৯ ভোরের কাগজ-এর অভিমত কলামে জনাব আলমগীর সারওয়ারের লেখা 'আমাদের শিক্ষক সমাজ' নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক তার লেখায় শিক্ষক সমাজকে নানাভাবে আক্রমণ করে কটূক্তি করেছেন, শিক্ষকদের দুর্নীতির নানা উদাহরণ দিয়েছেন। জনাব আলমগীরের লেখায় যে খানিকটা অতিরঞ্জন রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি হয়তো কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েছেন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ নিতে এই লেখার অবতারণা করেছেন। দেশের ৯৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ ভাগ শিক্ষককেই তিনি দুশ্চরিত্র বলেছেন, কলঙ্কিত করেছেন। তবে তার অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা নিশ্চয়ই নয়। সাম্প্রতিক এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল এবং তাতে কিছু সুযোগসন্ধানী অসৎ শিক্ষকের সহায়তা দেওয়ার খবর জনাব আলমগীরের প্রবন্ধকে অনেকাংশে সত্যতা প্রদান করেছে। শিক্ষকরা সমাজের অংশ। সামাজিক প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন না। সমাজ বহুমুখী দুর্নীতিতে আক্রান্ত, এ অবস্থায় শিক্ষকরা ধোয়া তুলসি পাতা হবেন এটা ভাবা বাস্তবতা বর্জিত। কোথায় নেই দুর্নীতি? আলমগীর সাহেব লেখক। লেখক সমাজ কি দুর্নীতি মুক্ত? তাদের কেউ কেউ কি অর্থের জন্য নীতি বিবর্জিত অপরাধমূলক কাজ করছেন না? সাংবাদিক, রাজনৈতিক, প্রশাসন, পুলিশ, ডাক্তার, কাস্টমস প্রভৃতি পেশার লোকরা কি সবাই দুর্নীতিমুক্ত? বিয়ের বাজারে তারাই মূল্যবান পাত্র। কারণ তাদের 'আউট' ইনকাম বেশি— যার উৎস ঘুষ বা দুর্নীতি। বইয়ের পরিবর্তে অস্ত্র হাতে নিয়ে সন্ত্রাস করলে সমাজে বেশি সম্মান পাওয়া যায়, এমপি-মন্ত্রী হওয়া যায়। গত ৭ জুনের ভোরের কাগজে আছে 'অভিমান নিয়ে চলে গেলেন তিনি' শীর্ষক সংবাদ। পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইংরেজির প্রবীণ শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস সন্ত্রাসীর হাতে প্রহৃত হয়ে প্রাণ হারালেন। এমন পরিণতি অনেকেরই হয়েছে। কোথায়, তখন তো কোনো জাতীয় নেতা বা মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েও শোক প্রকাশ করেন না।

বহুমুখী সমস্যার বিশাল বোঝা এককভাবে শিক্ষক শ্রেণীর ঘাড়ে চাপালে শুধু গালিগালাজ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে, সমস্যার সমাধান তাতে হবে না।

আহসান হাবীব
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
সরকারী এম এম কলেজ
যশোর

৮ জুলাই অভিমত কলামে 'আমাদের শিক্ষক সমাজ' লেখাটির জন্য আলমগীর সারওয়ার অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় মামাবাড়ি গিয়েছি। মামী স্কুলশিক্ষিকা, পরীক্ষার খাতা দেখছেন। অনেক খাতা বাকি অথচ ৭ দিন পর রেজাল্ট দিতে হবে। তিনি বললেন, তুই আমায় সহযোগিতা কর। মহাখুশি হয়ে আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র হয়েও পঞ্চম শ্রেণীর খাতা দেখলাম। নম্বর দিলাম। আমার বিচারে যে প্রথম হলো তার চেয়ে দুই নম্বর বেশি দিয়ে মামী ১ রোল-এর ছেলেটিকে প্রথম করলেন। আমার এক বেয়াইনকে দেখেছি টিভি দেখতে দেখতে, কথা বলতে বলতে এসএসসি পরীক্ষার কৃষিবিজ্ঞানের খাতা দেখতে। দুএকটা লাইনের নিচে লাল দাগ দিয়ে মার্কস বসিয়ে দিচ্ছেন। এই বুঝি এসএসসি পরীক্ষার খাতা দেখা? বেয়াইন বললেন, তাও তো দেখছি। যা বেতন এতেও পোষায় না। তবে অন্তত দুতিনটে খাতা মন দিয়ে দেখতে হয়। নইলে চাকরি থাকবে না। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রাইভেট পড়তে গিয়ে দেখেছি পড়ার আগেই শিক্ষককে টাকা দিতে হয় আর ৩০ দিনে ৩০টা 'নোট' পাওয়া যায়। এই ছিল একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের প্রাইভেট শিক্ষাদান। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও দেখেছি একই অবস্থা। শিক্ষকদের এসি গাড়ি, বড়ো বড়ো বাড়ি। একবার সোনারগাঁয়ে শিক্ষা সফরে গিয়ে দেখলাম, একজন স্যার এবং একজন ম্যাডাম ২০০ টাকা করে তাদের 'নোট' বিক্রি করছেন ছাত্রদের কাছে। স্যারটি পরে বিভাগীয় প্রধানও হয়েছেন। অনেক শিক্ষকই বই ব্যবসায় নিয়োজিত। তাদের বই পড়তে হবে, না হলে অন্তত কিনতে হবে। ছাত্ররা কেউ ভয়ে, কেউ নম্বরের আশায়, কেউ অনুরোধে স্যারদের বই কেনে।

আলমগীর সারওয়ার লিখেছিলেন, কলেজের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় শিক্ষকদের টাকা দিয়ে ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৪ পাওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রাদুর্ভাব আরো বেশি। শুনলে অবাক হবেন, ভাইভা বা টিউটোরিয়ালের জন্যও এখানে ছাত্রদের কোচিং করানো হয়। না করলে নম্বর দেওয়া হবে না। আর সে কোচিং মানে হাজার খানেক টাকা দিয়ে স্যারের বাসায় বসে গল্পগুজব করা।

কাজী ফয়সল
ঢাকা।